দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

051

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষর যুবকদের শিক্ষা

বাংলাদেশ এখনো নিরক্ষরের দেশ। শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর। এই গণনিরক্ষরতাই গণদারিদ্র্যের কারণ। এ বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি এবং সমস্যা সমাধানের নিষ্ক্রিয়তা দুঃক্ষজনক এবং নিশ্চিতভাবে অশুভ লক্ষণ। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ুয়ারা সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজের। তারা ভাগ্যবান। আর ৭০-৭৫ ভাগ নিরক্ষরই বাস করছে গ্রামে দারিদ্র সীমার নীচে। এই ভাগ্যাহতরাই আলোর ভিখারী। এদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শিক্ষানীতির পরিবর্তন এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১ নভেম্বর '৮৬ যুব দিবস পালনের ডাক এসেছে। এ দিবস কি একমাত্র শিক্ষিত যুবকদের জন্যে? কোটি কোটি নিরক্ষরের নির্বাক ডাক কি কেউ শুনতে পায়? 'আলো দাও', 'জ্ঞান দাও', 'বাঁচতে দাও'।

কোটি কোটি নিরক্ষর যুবকের বিভিন্নমুখী অর্থকরী শিক্ষার জন্য দরকার একটা স্বতন্ত্র বয়স্ক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তর এবং একটা বয়স্ক শিক্ষা ইন্সটিটিউট, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা, গবেষণা, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য। লক্ষ ও উদ্দেশ্য হবে ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দুরীকরণ, নিরক্ষরদের সাক্ষর, শিক্ষিত ও কর্মজ্ঞানদান আর জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা জোরদারকরণ। যুব দিবসের শ্লোগান হোক ১৯৯০ সালের মধ্যে সমস্ত নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হোক।'

যুদ্ধের মত জরুরী ভিত্তিতে অভিযান না চালালে আগামী বহু বছর পর্যন্ত জাতি সাক্ষরতায় পিছিয়ে পড়ে থাকবে। নিরক্ষরতা দুরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের নজীর রয়েছে॥

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। একটা নজীর এখানে অনুকরণীয়। প্রায় দেড়শ' বছর আগে ডেনমার্কে আর্থিকদীনতা দেশকে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী নিয়ে যায়। দরিদ্র জনগণ আমাদের মতই খেয়ে না খেয়ে চলছিল। রেভাবেণ্ড গ্রাণ্ডভিক 'ফোকস্কুল' বা গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে একটা দিগদর্শন রেখে গেছেন।

অনেক অনুন্নত দেশ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় তা অনুকরণ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

এ নীতির এবং পরবর্তীতে উদ্ভাবিত অন্যান্য নিয়মে এ দেশও এগুতে পারে। তন্মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাই হয়ত হবে শ্রেয়। তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, শিল্প সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যুব ও মহিলা সংস্থা ও মসজিদ কেন্দ্রিক হতে পারে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে একদিকে প্রয়োজন হবে বিশেষজ্ঞমণ্ডলী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

এমনি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ৫ বছরের মধ্যেই এর শুভ ফল পরিদৃষ্ট হবে।

এর ফলে জনপ্রতি আয়ের মাত্রা বাড়বে, সাক্ষরতা জ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, শিক্ষিত মা-বাবার সহযোগিতায় প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতি হবে, সচেতন মা-বাবার পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে ও যুব শক্তির উন্মেষের ফলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।